295203 - সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি নিজের সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না

প্রশ্ন

আমি শাইখ মুহাম্মদ আ'লিশ এর 'মিনাহুল জালিল' এ একটি কথা পড়েছি: "সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা অর্জন শর্ত নয়— এটি অর্জনে তার অক্ষমতার কারণে। তার ক্ষেত্রে সন্দেহ হওয়ায় যথেষ্ট"। আপনারা কি এই কথার মর্ম পরিস্কার করতে পারবেন? আর এই কথা অনুযায়ী আমল করার বিধান কী?আমি শাইখ মুহাম্মদ আ'লিশ এর 'মিনাহুল জালিল' এ একটি কথা পড়েছি: "সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা অর্জন শর্ত নয়— এটি অর্জনে তার অক্ষমতার কারণে। তার ক্ষেত্রে সন্দেহ হওয়ায় যথেষ্ট"। আপনারা কি এই কথার মর্ম পরিস্কার করতে পারবেন? আর এই কথা অনুযায়ী আমল করার বিধান কী?আমি শাইখ মুহাম্মদ আ'লিশ এর 'মিনাহুল জালিল' এ একটি কথা পড়েছি: "সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা অর্জন শর্ত নয়— এটি অর্জনে তার অক্ষমতার কারণে। তার ক্ষেত্রে সন্দেহ হওয়ায় যথেষ্ট"। আপনারা কি এই কথার মর্ম পরিস্কার করতে পারবেন? আর এই কথা অনুযায়ী আমল করার বিধান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

শাইখ মুহাম্মদ আ'লিশ (রহঃ) বলেন:

"এর ওয়াজিব (অর্থাৎ গোসলের ওয়াজিব) হচ্ছে— মর্দন"। অর্থাৎ ধৌতকরণ উদ্দিষ্ট অঙ্গটির উপর কোন অঙ্গ বা অন্য কিছু সঞ্চালন করা।

এক্ষেত্রে সঠিক মতানুযায়ী প্রবল ধারণা অর্জনই যথেষ্ট। কেননা ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত পানি পৌঁছানোর আবশ্যকতা পালনে এটাই যথেষ্ট। আর সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা অর্জন শর্ত নয়— এটি অর্জনে তার অক্ষমতার কারণে। বরং এ ব্যাপারে সন্দেহ অর্জিত হওয়ায় তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। তার উপর আবশ্যক হল সন্দেহকে পাত্তা না দেয়া। এটা ছাড়া এর আর কোন ঔষধ নাই।"[মিনাহুল জালিল (১/১২৭)]

ফিকাহবিদদের নিকট এই ধরণের মাসয়ালায় الاستنكاح শব্দটি ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় আধিক্য ও প্রাবল্য। বলা হয় استنكحه الشك অর্থাৎ أي كثر عنده، وعاوده، وغلب عليه (তার সন্দেহ বেড়ে গেলে, পুনঃপুনঃ সন্দেহ হল ও সন্দেহ তাকে কাবু করে ফেলল)। মালেকি মাযহাবের আলেমদের নিকট এই ভাবপ্রকাশটি মিশহুর।

‘আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা’ গ্রন্থে (৪/১২৮) এসেছে:

“তাজুল আরুস ও ‘আসাসুল বালাগা’ গ্রন্থে রয়েছে: মাজায বা রূপক অর্থে ব্যবহারের উদাহরণ হলো: استنكح النوم عينه (ঘুম তার চোখকে কাবু করে ফেলল)। কেবল মালিকী মাযহাবের আলেমগণ এই শব্দটিকে আভিধানিক অর্থের সাথে মিল রেখে কাবু করা অর্থে ব্যবহার করে থাকেন।

আর অন্য ফিকাহবিদ আলেমগণ এই ক্ষেত্রে غلبة الشك (সন্দেহের প্রাবল্য) বা كثرة الشك (সন্দেহের আধিক্য) বলে ভাব প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তার সন্দেহ বেড়ে সেটা যেন তার অভ্যাসে পরিণত হল।”[সমাপ্ত]

সন্দেহের প্রাবল্য ও আধিক্যের মানদণ্ড হলো: সন্দেহ ব্যক্তিকে না ছাড়া; নিত্যদিন সন্দেহ তার সাথে লেগে থাকা।

আল-হাত্তাব ‘মাওয়াহিবুল জালিল’ গ্রন্থে (১/৪৬৬) বলেন: “المستنكح (সন্দেহপ্রবণ) হলো এমন ব্যক্তি যে প্রত্যেক ওজু কিংবা প্রত্যেক নামাযে সন্দেহ করে। কিংবা দিনে একবার বা দুইবার তার এমনটি ঘটে। আর যদি দুইদিন বা তিনদিন পর ঘটে তাহলে সেই ব্যক্তি مستنكح (সন্দেহপ্রবণ) নয়।”[সমাপ্ত]

সারকথা: ‘মিনাহুল জালিল’ গ্রন্থের উদ্ধৃতির মর্ম হলো: মর্দন সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রবল ধারণা হওয়া যথেষ্ট যে, মর্দন উদ্দিষ্ট অঙ্গটির উপর হাত সঞ্চালন করা হয়েছে। ওযুর অঙ্গে পানি পৌঁছানোর জন্য এতটুকু যথেষ্ট। এই বিধান সন্দেহপ্রবণ নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আর সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রবল ধারণা চাওয়া হবে না; বরং তার ক্ষেত্রে শুধু ধারণার মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জিত হবে; এমনকি যদি সেই ধারণা প্রবল না হয় তবুও।

সন্দেহের আধিক্য তার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়া বর্জন করার একটি ওজর। কারণ তাকে যদি নিশ্চিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় তাহলে সেটা তাকে কঠিন জটিলতায় ফেলে দিবে। শরিয়ত সহজতা নিয়ে ও জটিলতা দূর করতে এসেছে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: ‘আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না।’[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫]

তিনি আরও বলেন: ‘আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন জটিলতা আরোপ করতে চান না।’[সূরা মায়েদা, আয়াত: ০৬]

সন্দেহের আধিক্য থেকে মুক্তির উপায় হলো সন্দেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। যদি শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি প্রত্যেক সন্দেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে তাহলে তার সন্দেহ আরও বেড়ে যাবে এবং শুচিবায়ু তার উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিবে।

‘আল-দারদির’ তার ‘আল-শারহুস সগির’ গ্রন্থে (১/১৭০) বলেন: “যদি সন্দেহপ্রবণ নয় এমন ব্যক্তি কোন একটি স্থান ধৌত করে সে ব্যাপারে সন্দেহ করে: অর্থাৎ যদি সন্দেহপ্রবণ নয় এমন ব্যক্তি শরীরের কোন একটি স্থানে পানি পৌঁছেছে কিনা

এ ব্যাপারে সন্দহে করে তাহলে সইে স্থানে পান িঢলেে ও মর্দন করে ধৌত করা ওয়াজবি।

পক্ষান্তরে সন্দহেপ্রবণ ব্যক্ত ি(স েহলো ঐ ব্যক্ত িযার ব্যাপক সন্দহে হয়)-র উপর ওয়াজবি হলো সন্দহেকে পাত্তা না দয়ো। কারণ খুঁতখুঁতরে পছিন েপড় েথাকল েসটো ব্যক্তরি দ্বীনদারকি েমূল থকে েনষ্ট কর েদয়ে। আমরা এর থকে েআল্লাহ্র কাছ েআশ্রয় চাই।"

আস-সা'ওয় িতাঁর 'পার্শ্বটীকা'ত েবলনে: "গ্রন্থকাররে কথা: যদ িসন্দহে কর...। অর্থাৎ গোটা দহে েপান িপৌঁছানো নশ্চিতি করত েহব।ে আর অ-সন্দহেপ্রবণ ব্যক্তরি ক্ষত্রেে নর্িভরযোগ্য মতানুযায়ী প্রবল ধারণা হওয়াই যথষ্টে।

গ্রন্থকাররে কথা: তার উপর ওয়াজবি। অর্থাৎ নশ্চিতি হওয়া কংিবা প্রবল ধারণা হওয়া ব্যতীত তার দায়মুক্ত হব েনা।"

আল-আদাওয় িসন্দহেপ্রবণ ব্যক্ত িও তার করণীয় সম্বন্ধ েবলনে: "তার জন্য কোন েব্যাপার েসন্দহে হওয়াই যথষ্টে; ধারণা বা প্রবল ধারণার প্রয়োজন নাই এবং পুনরায় ধৌত করব েনা।"[ফকিায়াতুত ত্বালবিরি রাব্বানী (১/২১৬)]

আরও বলা হয় য,ে সন্দহেপ্রবণ ব্যক্ত িতার মন েপ্রথম েযা উদ্রকে হয় সটোর উপর নর্িভর করব;ে আর পর েযটোর উদ্রকে হয় সটোর প্রত িভ্রূক্ষপে করব েনা।

মুখতাসার ইবনুল হাজবি এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আত-তাওযহি'-এ (১/১৬৩) এসছে:ে পক্ষান্তর েসন্দহেপ্রবণ ব্যক্তরি মন েপ্রথমবার যা উদ্রকে হয়ছে েসর্বসম্মতক্রিম েসটোই ধর্তব্য। তনি িসন্দহেপ্রবণ ব্যক্ত িদ্বারা বুঝাত েচাচ্ছনে যার সন্দহে অধকি। তনি িপ্রথম েউদ্রকে হওয়া বষিয়টকি েধর্তব্য ধরার য েমতট িউল্লখে করছেনে সটো কছিু ক্বারাওয়ীনদরে অভমিত এবং উত্তরসূরী কছিু আলমে স েমতরে অনুসরণ করছেনে। তারা বলনে: কনেনা প্রথম উদ্রকে হওয়া বষিয়টরি সময় স েসুষ্ঠু মস্তষি্কসম্পন্ন; পরবর্তীত েস েহলো ববিকেহীনদরে সাথ েসাদৃশ্যপূর্ণ।

ইবন েআব্দুস সালাম বলনে: আল-মুদাওয়্যানা ও অন্য গ্রন্থরে প্রত্যক্ষ বক্তব্য হলো: অব্যাহত িদয়ো। তার মন েকী উদ্রকে হলো সটোর দকি েবলিকুল না তাকানো। আমাদরে সাথ েসাক্ষাৎ হয়ছে েএমন কছিু আলমে এই অভমিতক েপ্রাধান্য দতিনে এবং এই কথা বলতনে। তনি িআরও উল্লখে করনে য,ে এই বষিয় েতনি িপূর্বাঞ্চলরে জনকৈ আলমেরে সাথ েকথা বলছেনে। তনি িএই অভমিতটকি েএভাব েব্যখ্যা করতনে য,ে সন্দহেপ্রবণ ব্যক্ত িএবং যার বশৈষ্টি্য এ ধরণরে পরবর্তীত েতার প্রথম উদ্রকে হওয়া বষিয়টওি সুষ্ঠু হয় না। বাস্তবতা সটোর পক্ষইে সাক্ষ্য দয়ে।"[সমাপ্ত]

দখেুন: 'আত-তাজ ওয়াল ইকললি' (১/৩০১), 'আত-তাজ ওয়াল ইকললি' (২/১৯)

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।